দৈনিক ইনকিলাব

২৬/৮/২০০০

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমস্যাজর্জরিত ঐতিহ্যবাহী কক্সবাজার হাসেমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতকে বুকে ধারণ করে গর্বভরে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ জেলা কক্সবাজার। পর্যটন নগরী হওয়ার কারণে কক্সবাজারের পরিচিতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই নগরীর প্রবেশমুখেই দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী হাসেমিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা। পুরো জেলার পনের লক্ষাধিক মানুষের একমাত্র আলিয়া মাদ্রাসা এটিই। দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুজহের আহমদের প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালে শুরু হয় মাদ্রাসার কার্যক্রম। যা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ১৯৮১ সালে কামিল মানে উন্নীত হয়। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে দেশবাসীকে শত শত আলেমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের যোগ্য নাগরিক উপহার দিয়েছে। অথচ মাদ্রাসাটি এখনও অনেক মৌলিক সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

পর্যাপ্ত ভবনের অভাব ঃ মাদ্রাসায় বর্তমানে ছোট-বড় ৫টি ভবন রয়েছে, যার মধ্যে দু'টি ভবন ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি ছোট বিজ্ঞান ভবনসহ বাকি তিনটিতে মাদ্রাসার যাবতীয় কাজকর্ম চলছে। অথচ মাদ্রাসার প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী এবং ৩২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য এই কয়টি ছোট ভবন যথেষ্ট নয়। তাই একাডেমিক এবং প্রশাসনিক সব কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কমপক্ষে আরও দু'টি ভবন প্রয়োজন।

পুরো জেলার একমাত্র কামিল এবং জেলা সদরের মাদ্রাসা হওয়ার কারণে দূর-দূরান্তের অনেক ছাত্রকে আবাসিক সুবিধা দিতে হয়। এতগুলো ছাত্রের জন্য মাত্র ৪০ সিটের দু'টি ছোট ছাত্রাবাস রয়েছে যেখানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শিক্ষক মহোদয়গণকেও থাকতে হয়। এটি দেখতে যেমন সুন্দর নয়, আবার অনেক সময় ছাত্র-শিক্ষক উভয়কে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। দু'টির মাঝে একটি ভবন অনেক আগেই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখা করছে। অপর টিনশেড ভবনটিতে বর্ষা মৌসুমে ভিজতে হয়। সুতরাং ছাত্রদের প্রাণের দাবী অবিলম্বে কমপক্ষে ২০০ সিটের ছাত্রাবাস নির্মাণ করা।

বাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় মাদ্রাসা ক্যাম্পাস আজ অরক্ষিত। প্রতিনিয়ত ছাত্রাবাসে চুরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াতের ফলে পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। বনায়নের যথাযথ সংরক্ষণ হচ্ছে না। বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়াতে পরীক্ষার সময় নিরাপত্তাহীন ও বিশৃংখলার শিকার হতে হয়।

জেলাবাসীর একটি মাত্র আলিয়া মাদ্রাসা হওয়া সত্ত্বেও কামিলে অনেকগুলো বিভাগের মাঝে শুধুমাত্র একটি বিভাগই (হাদিস) চালু রয়েছে। ফলে তাফসীর, আরবী, ফিকাহসহ অন্যান্য বিভাগে পড়তে চাইলে জেলার বাইরে গিয়েই অধ্যয়ন করতে হয়। যা আর্থিকসহ বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরদিকে দাখিলে বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও আলিমে তা নেই। তাই জেলা সদরের এবং ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা হিসেবে অন্যান্য বিভাগগুলো চালু করা আজকে সময়ের অনিবার্য দাবীতে পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বই এবং পাঠকক্ষের অভাবে ছাত্ররা নিয়মিত অধ্যয়নের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রী এবং মাঠের অব্যবস্থাপনার কারণে ক্রীড়াক্ষেত্রে ছাত্ররা পিছিয়ে যাচ্ছে এবং বিনোদনের সুযোগ পাচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট মিলনায়তন না থাকায় বড় কোন অনুষ্ঠান করতে চাইলে মাদ্রাসায় সম্ভব হচ্ছে না। মাদ্রাসার কামিলের ছাত্র জালাল আহমদ জানান, ১৯৯০ সালের পর কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদ বন্ধ করে দেয়ায় ছাত্রদের সমস্যা-সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রদের দাবী অবিলম্বে ছাত্র সংসদ চালু করা হোক।

উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হয়ে এগিয়ে আসে এবং ছাত্র-শিক্ষকসহ সবার সহযোগিতা পান তাহলে অধ্যক্ষ মাওলানা মুহিবুল্লাহ ও উপাধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুল হকের সুদক্ষ পরিচালনায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কামিল মাদ্রাসা হিসেবে দেশ ও জাতির জন্য ঐতিহাসিক অবদান রাখতে পারবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

□ জাকের উল্লাহ চকোরী